307722 - অনুমতি নিয়ো আবশ্যক হওয়ার স্থানগুলো এবং কখন এর আবশ্যকতা মওকুফ হয়?

প্রশ্ন

আমরা জেনেছি যে, ঘরের অভ্যন্তরে ও ঘরের বাহিরে কিছু স্থানে আমাদেরকে অনুমতি নিতে হবে। কিন্তু আমি কি আপনাদের কাছে এ স্থানগুলোর ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু পাব। উদাহরণতঃ রান্নাঘরে প্রবেশ করা, ড্রয়িং রুমে আসা কিংবা ঘরে প্রবেশ করা। কারণ আমি আমার ছাত্রীদের কাছ থেকে এ প্রশ্নগুলোর মুখোমুখি হয়েছি? আমরা যে বলি: 'অমুকের প্রশংসা' এ কথা বলার হুকুম কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

আল্লাহ্ তাআলা বলেন: "হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য কারো ঘরে এর অধিবাসীদের থেকে অনুমতি নিয়ো ও তাদেরকে সালাম দেয়ার পূর্বে প্রবেশ করো না। এটা তোমাদের জন্য উত্তম। আশা করা যায় তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে।"[সূরা নূর, আয়াত: ২৭]

শাইখ সা'দী বলেন: "বারী তাআলা তাঁর মুমিন বান্দাদেরকে নিজেদের ঘর ছাড়া অন্যদের ঘরে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ না করার দিকনির্দেশনা দিচ্ছেন। কারণ অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করার অনেক অপকারিতা রয়েছে। এ ধরণের কিছু অপকারিতার কথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন: 'অনুমতি নেয়ার বিধান দেয়া হয়েছে দৃষ্টির কারণে।' অনুমতি নেয়ায় ব্যত্যয় ঘটলে ঘরের অভ্যন্তরে আচ্ছাদিত রাখা বাঞ্ছনীয় এমন কিছুর উপর দৃষ্টি পড়ে যেতে পারে। কারণ ঘর মানুষের জন্য ঘরের ভেতরে যা আছে সেটার জন্য আচ্ছাদন; যেভাবে পোশাক মানুষের দেহের বিশেষ অংশের জন্য আচ্ছাদন।

এর অপকারিতার মধ্যে আরও রয়েছে: অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করলে এটি প্রবেশকারীর প্রতি সন্দেহ তৈরী করে, প্রবেশকারীকে চুরি বা এ জাতীয় খারাপ কিছুর অপবাদে ফেলে দেয়। কেননা গোপনে প্রবেশ করা খারাপের আলামত বহন করে। আল্লাহ্ তাআলা মুমিনদেরকে অন্যদের ঘরে পরিচয় না দিয়ে তথা অনুমতি না নিয়ে প্রবেশ করতে বারণ করেছেন। অনুমতি নেয়াকে পরিচয় দেয়া হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা অনুমতি নেয়ার মাধ্যমে পরিচিতি লাভ হয়; পরিচয় না থাকলে ভয় তৈরী হয়।

'তাদরেকে সালাম দয়ো': সালাম দয়োর পদ্ধতি হাদসিে এভাবে উদ্ধৃত হয়ছে: 'আসসালামু আলাইকুম; আমি কি প্রবশে করতে পারি?'

'এটা': অর্থাৎ এই অনুমতি গ্রহণ। 'তোমাদরে জন্য উত্তম। আশা করা যায় তোমরা উপদশে গ্রহণ করব': যহেতেু এর মধ্যে অনকেগুলো কল্যাণ নহিতি রয়ছে এবং এটি আবশ্যকীয় উত্তম আখলাকরে অন্তর্ভুক্ত। যদি অনুমতি দয়ে তাহলে প্রবশে করব।"[তাফসরিুস সা'দী (পৃষ্ঠা-৫৬৫) থকেে সমাপ্ত]

দুই:

অনুমতি নয়োর স্থানগুলোর বস্তিারতি ববিরণ 'আল-মাওসুআ আল-ফকিহয়িযা"-র (৩/১৪৫) ও তদপরবর্তীতে আলোচতি হয়ছে। আমরা সটোকে সংক্ষপে করে আরকেটু পরস্কিারভাবে নম্নিোক্ত পয়ন্টে তুলে ধরব:

১। কউে কোন ঘরে প্রবশে করতে চাইলে সইে ঘর হয়তো তার নজিরে ঘর হব; কংিবা অন্য কারো ঘর হব। যদি নজিরে ঘর হয় তাহলে হয়তো ঘরটি খালি হব; তার সাথে আর কউে সখোনে বাস করে না কংিবা সখোনে তার স্ত্রী বাস কর; তার সাথে আর কউে নইে। কংিবা স্ত্রীর সাথে স্বামীর কোন মাহরাম যমেন- বোন, ময়েে বা মা এমন কউে থাক।

যদি ঘরটি নজিরে হয় এবং সাথে কউে না থাকে তাহলে অনুমতি না নয়িইে ঘরে প্রবশে করব। কনেনা অনুমতি দয়োর মালকি তো সে নজিইে। নজিে নজিরে কাছে অনুমতি চাওয়াটা একটি অনর্থক কাজ; ইসলামী শরয়িা অনর্থক কছিু থকেে পবত্রি।

২। যদি ঘরে কবেলমাত্র তার স্ত্রী থাক, তার সাথে আর কউে না থাক; তাহলে ঘরে প্রবশে করার জন্য অনুমতি নয়ো আবশ্যক নয়। কনেনা তার জন্য স্ত্রীর সমস্ত শরীর দখো জায়যে। তবে গলা খাঁকারি দওেয়া ও জুতার শব্দরে মাধ্যমে ঘরে প্রবশেরে জানান দয়ো মুস্তাহাব। কনেনা হতে পারে স্ত্রী এমন কোন অবস্থায় আছ; যে অবস্থায় স্বামী তাকে দখেুক সটো স্ত্রী পছন্দ করে না।

৩। আর যদি ঘরে তার অন্য কোন মাহরাম থাক; যমেন তার মা, বোন বা এমন অন্য কোন পুরুষ বা নারী, যাদরেকে উলঙ্গ দখো তার জন্য সঙ্গত নয়; সক্ষেত্রেে অনুমতি ছাড়া প্রবশে করা বধৈ নয়। কছিু অবস্থা আছে ব্যাখ্যাসাপক্ষে।

৪। আর যদি ঘরটি অন্য কারো হয়; তাহলে যে ব্যক্তি সইে ঘরে প্রবশে করতে চায় তার উপর অনুমতি নয়ো আবশ্যক। অনুমতি নয়োর পূর্বে প্রবশে করা সর্বসম্মতক্রিমে বধৈ নয়; চাই ঘররে দরজা খোলা থাকুক কংিবা বন্ধ থাকুক।

ঘরে প্রবশেরে অনুমতি নয়োর আবশ্যকতা থকেে কছিু ব্যতক্রিম অবস্থা নম্নিরূপ:

- কউে থাকে না এমন কোন ঘররে মধ্যে যদি কোন মানুষরে কোন প্রয়োজন থাক; তাহলে সইে ঘরগুলোতে অনুমতি ছাড়া প্রবশে করা জায়যে আছ। এটি এ ধরণরে ঘরগুলোতে প্রবশে করার সাধারণ অনুমতরি ভত্তিতি। তবে এই ঘরগুলো নর্দিষ্টি

করার ক্ষত্রেে মতভদে রয়ছে।

- অনুরূপভাবে অনুমতি না নয়োর মধ্যে যদি কোন প্রাণ বাঁচানো কংিবা কোন সম্পদ রক্ষা করার ইস্যু থাকে। এমন হয় য, অনুমতরি জন্য অপক্ষো করতে গলেে সইে প্রাণ ধ্বংস হয়ে যাবে ও সইে সম্পদ নষ্ট হয়ে যাব।

৫। মূল বধিান হলো: অন্যরে মালকিানায় কংিবা অন্যরে অধকিারে হস্তক্ষপে করা জায়যে নইে— শরয়িতরে অনুমতি কংিবা সত্ত্বাধকিারীর অনুমতি ছাড়া। অনুমতি থাকলে সটো সীমালঙ্ঘন হব না। তাই অন্যরে খাবার খাওয়া জায়যে নয়— মালকিরে অনুমতি ছাড়া কংিবা জরুরী পরস্থিতি ছাড়া। তমেনভিাবে অন্যরে ঘরে তার অনুমতি ছাড়া থাকা জায়যে নয়।

৬। অধীনস্তরে তার অধকিৃতা থকেে অনুমতি নয়ো। এই মাসয়ালা প্রচলতি প্রথার উপর নর্িভরশীল। অর্থাৎ উদাহরণস্বরূপ যদি প্রথা এমন হয় য, শক্ষিক অনুমতি ছাড়া ছাত্রদরে প্রবশে করাকে গ্রাহ্য করনে না; তাহলে ছাত্রদরে উপর অনুমতি নয়ো আবশ্যক। কনেনা কর্তৃত্বগুলো দয়ো হয়ছেে স্বার্থগুলোকে সুরক্ষা ও সংরক্ষণরে জন্য। যনিি কর্তৃত্বরে মালকি তার কর্তৃত্বরে পরধিতিে তার থকেে অনুমতি চাওয়া আবশ্যকীয়। যাতে করে বষিয়গুলো সুষ্ঠুভাবে পরচিালতি হয় এবং বশিৃঙ্খলা না হয়। এই বষিয়টতিে প্রশস্ততা রয়ছে।

৭। মহেমানরে উচতি মজেবানরে ঘর থকেে প্রস্থানরে আগে অনুমতি নয়ো।

৮। যদি কোন ব্যক্তি দুই ব্যক্তরি মাঝখানে বসতে চায় তাহলে অনুমতি নয়ো আবশ্যক।

৯। যদি কউে কোন বই দখেতে চায়; য বইয়রে ভতেরে অন্যরে খাস কছিু আছ; তাহলে বইটি দখোর আগে অনুমতি নয়ো আবশ্যক।

তনি:

কছিু কছিু কারণে অনুমতি নয়োর বধিান মওকুফ হয়ে যায়:

১. অনুমতি নয়ো অসম্ভব হল: কোন কারণে অনুমতি নয়ো অসম্ভব হলে অনুমতি নয়ো মওকুফ হব; যমেন অনুমতদিাতার মৃত্যু, কংিবা দূরবর্তী কোথাও ভ্রমণ কংিবা তাকে কারো সাথে সাক্ষাৎ করা থকেে আটক করে রাখা এবং তনিি ভ্রমণ থকেে ফরিে আসা কংিবা আটকাবস্থা থকেে বরে হওয়া পর্যন্ত হস্তক্ষপেটকিে দরেী করানো না যায়।

২. ক্ষতি প্রতহিত করা: যদি অনুমতি নয়োর মধ্যে ক্ষতি নহিতি থাক; তাহলে অনুমতি নয়োর বধিান মওকুফ হয়ে যাব। এ কারণে কোন গচ্ছতি জনিসি (আমানত) নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা হলে সটো অনুমতি না নয়িে বক্রিি করে দয়ো জায়যে এবং কোন ঘরে প্রবশে করার মাধ্যমে যদি কোন অপরাধ সংঘটনকে ঠকোনো যায় সক্ষেত্রে অনুমতি না নয়িে ঘরে প্রবশে করা জায়যে।

৩। অনুমতি নিয়ে যে অধিকার আদায় করা সম্ভবপর নয়: হকদারের উপর অনুমতি নেয়ার বিধান মওকুফ হয়ে যাবে যদি অনুমতি নিতে গেলে তার হক ছুটে যায়। এ কারণে যদি কোন স্বামী নিজের স্ত্রীকে প্রাপ্য ভরণপোষণ না দেয় তাহলে স্ত্রীর জন্য স্বামীর সম্পদ থেকে প্রচলিত প্রথায় যতটুকু তার নিজের ও সন্তানের জন্য যথেষ্ট ততটুকু অনুমতি ছাড়া গ্রহণ করা জায়েয।

অনুমতি ও অনুমতির আদবগুলো সম্পর্কে জানতে দেখুন:

https://almunajjid.com/9272

চার:

অমুকের প্রশংসা অর্থাৎ সেই ব্যক্তির কোন ভাল কাজ বা ভালো গুণের প্রশংসা করা; এটি জায়েয। যখন আপনি কারো গুণাবলীর প্রশংসা করেন তখন এভাবে বলা হয়: حمدت فلانًا أحمده (আমি অমুকের প্রশংসা করলাম, প্রশংসা করছি)।

হাদিসে এসেছে: "যে ব্যক্তি মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না; সে আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।"[মুসনাদে আহমাদ (৭৯৩৯)]

আর যে প্রশংসা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো জন্য করা নাজায়েয সেটি হলো: নিঃশর্ত প্রশংসা। আরও জানতে দেখুন: 146025 নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।